ক্যুন্‌স্‌ট্‌লাররোমান -এর দেশ - বিদেশ (প্রবন্ধ)
রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

পথের পাঁচালী-অপরাজিত যে ক্যুন্‌স্‌ট্‌লাররোমান, শিল্পী হয়ে ওঠার উপন্যাস—কারুকথা এইসময়-এর গত সংখ্যায় [২ :১] সে নিয়ে আলোচনা করেছি। কথাটা নতুন নয়; আগেও কেউ কেউ এই দিকটি নজর করেছেন। কিন্তু 'আমাদের', বাঙলার ক্যুন্‌স্‌ট্‌লাররোমান আর 'ওদের', ইওরোপের ক্যুন্‌স্‌ট্‌লাররোমান যে ঠিক এক জিনিস নয়—সেটি বোধহয় খেয়াল করা হয় নি। পথের পাঁচালী-অপরাজিত আর, ধরা যাক, জেমস জয়েস -এর আ পোট্রেট অফ দ আর্টিস্‌ট্‌ অ্যাজ অ ইয়ং ম্যান (তরুণ বয়সে জনৈক শিল্পীর প্রতিকৃতি) (১৯৬১) বা টমাস মান - এর ডক্‌টর ফাউসটুস (১৯৪৭) কেন আলাদা আর কীসে আলাদা সেইটেই এবার দেখা যাক।

বাঙলা তথা ভারতে নভেল নামক কাহিনীরূপটি এসেছিল উনিশ শতকের ইওরোপ থেকে। এই সহজ সত্যিটা স্বীকার করতে কিছু লোকের কেন বাধে— তা ঠিক বুঝতে পারি না। মঙ্গলকাব্যের মধ্যে উপন্যাসের বীজ লুকিয়ে ছিল, হুতোম ও আলাল বই দুটিতে গল্প বলার একটা দিশি ধাঁচ ছিল, বিদেশী প্রভাবে তার ঠিকমতো বিকাশ হলো না— এমন আফশোশও কেউ কেউ করে থাকেন। ওড়িয়া, বাঙলা ও হিন্দীতে নভেল -এর প্রতিশব্দ হয়েছে উপন্যাস, গুজরাতী ও মারাঠীতে বলে কাদম্বরী। কিন্তু দেশী নাম দিলেই তো আদতে - বিদেশী এক কাহিনীরূপ থেকে সেটি আলাদা হয়ে যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র ইস্তক হালের সব বাঙালি ঔপন্যাসিকই বিলেত থেকে আমদানি এক কাহিনীরূপের আদলেই লিখেছেন। এই হলো সহজ সত্যিকথা। গোড়ায় বঙ্কিমের প্রেরণা ছিলেন ওয়াল্‌টার স্কট । এখনকার অনেক বাঙালি ঔপন্যাসিকই ইওরোপ - আমেরিকা (লাতিন আমেরিকা সমেত)-র ঔপন্যাসিকদের লেখা পড়েন, তার থেকে অঙ্গিকের নতুন নতুন কায়দা কর্জ করেন। এমনকি আমার তো সন্দেহ হয় : ঘোর দিশি সাজার চেষ্টাটাও নিজের গরজে নয়, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার লেখকদের দেখে। সত্যি অঙ্গীকার করে লাভ কী?

কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়। ধার - করা বিদেশী শব্দর মতো নভেলও এক ধার-করা কাহিনীরূপ-এও যেমন সত্যি, তেমনি এর অন্য একটি দিকও আছে। সেটি এই :

ধার - করা শব্দ চলতে চলতে এক সময়ে নিজের ভাষার শব্দ হয়ে যায়, তাকে আর বেগানা বা ভিন্‌দেশী বলে মনে হয় না। বাঙলায় সনেট এসেছে ইংরিজি থেকে, আবার ইংরিজিতে সেটি এসেছিল ইতালিয়ান থেকে। অর্থাৎ বাঙালা - ইংরিজি দু-ভাষাতেই সনেট হলো বিদেশী চারার ফুল। নভেল ও ছোটোগল্পর বেলায়ও তাই হয়েছে। দুটিই এখন বাঙলায় প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত কাহিনীরূপ। বৃত্তান্ত বা অন্য কোনো নাম দিলেই তো কোনো কাহিনীরূপ নভেল থেকে আলাদা হয়ে যায় না। বৃত্তান্ত ইত্যাদিও নভেল-এরই রকমফের। ঘটনা এই যে দেড়শ বছর ধরে লেখা ও পড়ার ফলে সমস্ত ধরনের নভেলই বাঙলার ঘরোয়া জিনিস হয়ে গেছে। তার বীজ বা চারা দেশের বাইরে থেকে আনা হলেও এখন ফল দিচ্ছে দেশের মাটিতে।

ক্যুন্‌স্‌ট্‌লাররোমান -এর ধারণাও বাইরে থেকে পাওয়া, কিন্তু তার যে রূপটি পথের পাঁচালী - অপরাজিত দেখা দেয়, সেটি একান্তভাবেই বাঙলার। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কি জয়েস -এর বই পড়েছিলেন? তার কোনো প্রমাণ নেই (ডক্‌টর ফাউস্‌ট্‌স্‌ -এর কথা ওঠেই না : সেটি বেরিয়েছে পথের পাঁচালী - অপরাজিত বেরনোর বেশ কয়েক বছর পরে)। কিন্তু জয়েস পড়ার ব্যাপারটি অবান্তর। অপুর মতো বিভূতিভূষণও ছিলেন, রাজশেখর বসুর ভাষায়,

সৃষ্টিসন্ধান

নভেলখোর। জর্জ রেনল্ড্স্ -এর লম্বা লম্বা কাহিনীর আদলে কিছু বাঙলা বই বেরিয়েছিল। সেগুলিও বিল্ডুংস্‌রোমান—এর ধাঁচে লেখা। সুতরাং ঠিক কোন্ বিশেষ বই থেকে বিভূতিভূষণ বিল্ডুংস্‌রোমান— বা তারই এক বিশেষ উপরূপ, ক্যুন্‌স্ট্‌লাররোমান—লেখার প্রেরণা পেলেন সেটি জানা তত দরকারি নয়। বাঙলায় তার আগেও আমি'-র আঙ্গিকে অনেক গল্প-উপন্যাস লেখা হয়েছে। সেগুলিরও কয়েকটি বিল্ডুংস্‌রোমান-এর দলে পড়ে।

বিভূতিভূষণ কিন্তু তাঁর আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস দুটি লিখলেন 'সে'-র আঙ্গিকে। কাহিনীর বিবরণদাতা দাঁড়িয়ে থাকেন গল্পর বাইরে। দুটি উপন্যাসের পটভূমিও বিরাট। বল্লালী বালাই -এর খেই ধরে আসে হরিহরের কথা। তারপর অপুর জন্ম। সেখান থেকে তার বড় হযে ওঠার প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলস্টোন উপন্যাসের নানা পরিচ্ছেদে পোঁতা আছে। কৌতুক বেদনা, আশা - নিরাশা কিছুরই অভাব নেই। প্রশ্রয়ের চোখ দিয়ে বিভূতিভূষণ দেখেছেন নিজের বাল্য - কৈশোর-যৌবনের দিনগুলোকে। নিশ্চিন্দিপুর, কাশী, বর্ধমান, মনসাপোতা, কলকাতা, ছড়িয়ে আছে তার ঘটনাস্থল। নিজের জীবনের ব্যাপার - স্যাপার তো আছেই, নিজের বাবা ও অন্যান্য স্বজনও একটু অন্যভাবে দুটি উপন্যাসেই হাজির হন।

ঘটনার এই ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যই পথের পাঁচালী কে ইওরোপীয় ধারার ক্যুন্‌স্ট্‌লাররোমান থেকে আলাদা করে দেয়। পথের পাঁচালী লেখার আগেই, বা লিখতে লিখতেই বিভূতিভূষণ ছকে নিয়েছিলেন কেমন করে এগোবে তাঁর উপন্যাস। অপু যে উত্তরজীবনে কথাসাহিত্যিক হবে— সে-কথা পথের পাঁচালী-তেই বলা থাকে। তার ফিজিযাত্রার পূর্বাভাসও প্রথম উপন্যাসেই ছিল। অবশ্যই বিভূতিভূষণ ফিজি যান নি; ভারতের বাইরে কোথাওই যাওয়ার সুযোগ তাঁর হয় নি। অপরাজিত যেখানে শেষ হয় সেখান থেকেই বিভূতিভূষণের ইচ্ছাপূরণের শুরু। তার আগে অবধি সবটাই অকরুণ সমাজ বাস্তবতার দলিল।

এইখানেই রোমান্‌স আর নভেল আলাদা। বাস্তবতাই নভেলকে এক আধুনিক কাহিনীরূপ করে তোলে। যে কোনো কাহিনীকে তাই উপন্যাস বলা যায় না। ব্রিটিশ - পূর্ব ভারতের কাহিনীধারা থেকে উপন্যাসের এমনকি ছোটোগল্পরও, উৎস খোঁজা বেকার।

বাস্তববাদই উপন্যাসের প্রথম শর্ত। অপুর জগৎ আদৌ রোমান্‌স্-এর কল্পলোক নয়, কোনো অতিপ্রাকৃত বা পরাপ্রাকৃত (প্রেটারন্যাচারাল) ব্যাপার সেখানে আসে না। আষাঢ়ের হাটে তামাকের দোকান যতখানি বাস্তব, যাত্রাদলের অভিনয়ের সাধও ততখানি। তবে সে জীবন যে সুখের নয়—অজয়ের মুখ দিয়ে বিভূতিভূষণ তা জানিয়ে রাখেন।

বাচ্চা বয়সে অপুর এক আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল। তার গ্রামের নিত্যকার জীবনের ঘটনার বাইরে সব ঘটনাকেই সে রোমান্‌স্-এর রঙে রাঙিয়ে তুলতে পারত। নিশ্চিন্দিপুরের ডোবাটাই তার কাছে হয়ে উঠত মহাভারত-এর দ্বৈপায়ন হ্রদ; গাছে ঘেরা মাঠই কুরুক্ষেত্র; যে - কোনো বেতের কঞ্চিই তার অস্ত্র। এমন যার কল্পনাশক্তি সে যে ভবিষ্যতে শিল্পী হবে— তেমন আশা তো করাই যায়। কিন্তু বড় হয়ে অপু আর রোমান্‌স্ লেখে না। গরিব মানুষের জীবনই তার প্রথম উপন্যাসের বিষয়।

অপুর মনোজীবনের পাশাপাশি তার পরিবেশের বিবরণও বিভূতিভূষণ দিয়ে চলেন। সে-জীবন বড় কষ্টের, অভাবের। পাঠশালার পাট চুকলে পড়াশুনোর আর কোনো সুযোগ নিশ্চিন্দিপুরে নেই। একটা গল্পর বই পড়ার জন্যে অপুকে অনেক সাধ্যসাধনা করতে হয়; গ্রীষ্মের দুপুরে বিনা মাইনের চৌকি দিতে হয় বড়লোকের বাড়ির পুকুর। ইওরোপ - আমেরিকার কোনো ক্যুন্‌স্ট্‌লাররোমান-এ এত অভাব, এত দারিদ্র্য, এত অপমানের বিবরণ থাকে না। জয়েস ও মান - এর নায়করা মোটের ওপর স্বচ্ছল ঘরের ছেলে। তাদের পরিবেশ অনেকটাই

সৃষ্টিসন্ধান

অনুকূল। অপুর মতো এত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়ে তাদের শিল্পী হতে হয় নি। জীবনের প্রথম উপন্যাস ছাপানোর জন্যে প্রকাশক খুঁজতে অপুর যে অবস্থা হয়, বই বার করতে হয় অপর্ণার গয়না বিক্রি করে—জয়েস বা জোলা বা মান বোধহয় তা কল্পনাও করতে পারতেন না।

এই বিশেষ দিকটি দিয়েই পথের পাঁচালী-অপরাজিত তাদের একগোত্রের পশ্চিমী উপন্যাস থেকে আলাদা হয়ে গেছে। কিন্তু এইটেই শেষ কথা নয়। যেখানে যেখানে অপু থাকে ও যায়, সেখানকার বহু মানুষের কথা দুটি উপন্যাসে ভিড় করে আসে শিল্পীজীবন নিয়ে উপন্যাসে এত আপাত - অবান্তর চরিত্র, এত অসংলগ্ন ঘটনা আসার কথা নয়। কিন্তু বিভূতিভূষণ তো একা অপুর কথা লিখছেন না। নিশ্চিন্দিপুরের গ্রামসমাজ, কাশীর ঘাট, বাঙাল কথকঠাকুর, মনসাপোতর নিস্তরঙ্গ দিন, কলকাতার হালচাল, কলেজ জীবন, হাই সোসাইটি, এমনকি রাজনীতির খবর সবই বিভূতিভূষণ ধরে রাখেন তাঁর দুই উপন্যাসে। কোনো কোনো সময়ে অপুর হাজিরার দরকার পড়ে না (যেমন, অন্নদা রায়ের বাড়িতে গোকুলের বৌ -এর ওপর অত্যাচার, তমরেজের বৌকে হাঁকিয়ে দেওয়ার ঘটনা ইত্যাদি)। গোটা নীরেন উপাখ্যানে অপুর ভূমিকা সামান্যই। জমি জরিপ নিয়ে যা ঘটে চলেছে সেই সূত্রে নীরেন জীবনে প্রথম তার গ্রামে আসে, অসহায় বৌদির সঙ্গে পরিচয় হয়। দুর্গার সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ হওয়া যে অসম্ভব—অপু আর সর্বজয়া ছাড়া সবাই তা বোঝে। এর কিছুই অপুর ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক নয়। তবু বিভূতিভূষণ এমন অনেক ঘটনাই উপন্যাসে আনেন যেগুলো শিশু অপুর চোখ দিয়ে দেখা নয় (যেমন, পিতম কাঁসারির উপাখ্যান)। অপুকেও বিভূতিভূষণ দেখেন বাইরে থেকে, যেমন বাইরে থেকে দেখেন গ্রাম - শহরের অন্য চরিত্র ও ঘটনাকে।

দুটি উপন্যাসেই বিভূতিভূষণের ভূমিকা বেশ বিচিত্র। তিনি একই সঙ্গে অপুর দ্বিতীয় সত্তা, alter ego, আবার অপুর সঙ্গে সম্পর্কহীন এক দর্শকও—নির্লিপ্ত নন, অথচ অপুর জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংলিপ্তও নন। জয়েস এর জীবন বা আয়ারল্যান্ড-এর সম্পর্কে বেশি কিছু না - জেনেও তাঁর প্রতিকৃতি পড়তে পড়তে আন্দাজ করা যায় আমরা জয়েস এর অন্তর্জীবনকেই চিনছি, জানছি এক মার্কামারা ক্যাথলিক আইরিশ পরিবারের ধরণধারণ। পথের পাঁচালীপড়ে কিন্তু তেমনটি হওয়ার সুযোগ নেই। জয়েস-এর প্রতিকৃতি-র চেয়ে পথের পাঁচালী আকারেও অনেক বড়। সেটি শেষ হয় যখন অপুর বয়েস মাত্র এগারো। তার পরিণতির জন্যে অপেক্ষা করতে হয় অপরাজিতর মাঝামাঝি অবধি।

এককভাবে পথের পাঁচালী-কে ক্যুন্‌স্‌ট্‌লাররোমান বলা যাবে না। তার উত্তরপর্ব, অপরাজিত-র সঙ্গে মিলে অপুর শিল্পীজীবন জানা যায়।

এর কারণ বোঝা খুবই সোজা : বিভূতিভূষণের যুগল উপন্যাস একই সঙ্গে ক্যুন্‌স্‌ট্‌লাররোমান ও বড় মাপের সামাজিক উপন্যাস। নিশ্চিন্দিপুরের হরিহর ও তার পরিবারকে কেন্দ্রে রেখে বিভূতিভূষণ তাঁর গল্পর জাল বিছিয়ে দেন আরও অনেক মানুষ ও ঘটনাকে ধরতে। পুরো পথের পাঁচালী ও অপরাজিত-র প্রথম ভাগ জুড়ে সেই জাল ছড়ানো চলে। লেখক হিসেবে অপুর যখন অল্পবিস্তর নামডাক হয়েছে, তখনই বিভূতিভূষণ শুরু করেন জাল গোটাতে। কাজলকে নিয়ে অপু ফিরে আসে নিশ্চিন্দিপুরে, পথের পাঁচালীর চেনা চরিত্ররাও আবার দেখা দেয়। অপুর মতো তাদেরও বয়েস বেড়েছে, অভিজ্ঞতা বেড়েছে। সতু তো অনেকখানি পাল্‌টেও গেছে। অপুর লেখা প্রথম কাহিনীর খলনায়ক এখন কণ্ঠিপরা বোষ্টম।

এতেও কিন্তু পথের পাঁচালী-র পুরো পরিচয় দেওয়া হলো না। এটি শুধু শিল্পীজীবন বা গ্রামসমাজের কাহিনী নয়। এর একটি দার্শনিক মাত্রা আছে। ছোটোবেলা থেকেই 'দূর' ব্যাপারটার

সৃষ্টিসন্ধান

দিকে অপুর টান। পথের দেবতা তাকে এগিয়ে চলার ডাক দেন—রোহিতকে যেমন উৎসাহ দিয়েছিলেন ইন্দ্র। পথের পাঁচালী এক সন্ধানের উপন্যাস। সেই সন্ধান বা quest অপরাজিত-য় শেষ হয় না। নিশ্চিন্দিপুরে কাজলকে নিয়ে ফেরায় তার সমাপ্তি হয় না। অপু উপন্যাসযুগলে তাই সমাপ্তি বা closure-এর প্রশ্নই ওঠে না। এ দিক দিয়েও বিভূতিভূষণের রচনাদুটি অনন্য। কোনো ইওরোপীয় ক্যুন্‌স্ট্‌লাররোমান-এ এত বিচিত্র বিষয়ের সহাবস্থান দেখা যাবে না। অপু শোনে সুদূরের আহ্বান, আর বিভূতিভূষণ মন্তব্য করেন : ''একথা তাহার ধারণায় আসে না, কতদূরে সে সব দেশ, কে তাহাকে লইয়া যাইবে, কি করিয়া তাহার যাওয়া সম্ভব হইবে। আর দিনকতক পরে বাড়ী-বাড়ী ঠাকুর পূজা করিয়া যাহাকে সংসার চালাইতে হইবে, রাত্রিতে যাহার পড়িবার তেলের জন্য মায়ের বকুনি খাইতে হয়, অত বয়স পর্যন্ত যে স্কুলের মুখ দেখিল না, ভাল কাপড় ভাল জিনিষ যে কাহাকে বলে জানে না— সেই মূর্খ, অখ্যাত সহায়সম্পদহীন পল্লীবালককে বৃহত্তর জীবনের আনন্দযজ্ঞে যোগ দিতে কে আহ্বান করিবে?''

এইভাবেই বিভূতিভূষণ কঠিন বাস্তববাদের সঙ্গে অপুর সন্ধানকে মিলিয়ে দেন। এ বাস্তব বাঙলারই বাস্তব, কিন্তু অপুর স্বপ্নকে তিনি ব্যর্থ হতে দেন না। (পরিচ্ছদ ২৮)

তেমনি আশ্চর্য বিভূতিভূষণের প্রকৃতিদর্শন। নিশ্চিন্দিপুর ছেড়ে কাশীযাত্রার পথে আষাঢ়র হাটে অপু দেখে ফুলের গন্ধভরা জ্যোৎস্না। ''এরূপ অপরূপ বসন্তদৃশ্য অপু জীবনে এই প্রথম দেখিল। এই অল্প বয়সেই তাহার মনে বাংলার মাঠ, নদী, নিরালা বনপ্রান্তরের সুমুখ জ্যোৎস্নারাত্রির যে মায়ারূপ অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল, তাহার উত্তরকালের শিল্পীজীবনের কল্পনা মুহূর্তগুলি মাধুর্যে ও প্রেরণায় ভরিয়া তুলিবার তাহাই ছিল শ্রেষ্ঠ উপাদান।'' (পরিচ্ছদ২৯)

কোন্ পরিস্থিতিতে অপু এই জ্যোৎস্না দেখে! তার শিল্পীজীবনের কথাও কেমন আচমকা কিন্তু অমোঘভাবে আসে!

তার মানে, এই যুগল উপন্যাসে বিভূতিভূষণ এক নতুন ধরনের ক্যুন্‌স্ট্‌লাররোমান লিখলেন। এই আলোচনার গোড়াতেই বলেছি: ইওরোপ থেকে উপন্যাস লেখার নানা ছাঁচ পেলেও বাঙালি লেখকরা সেগুলিকে নিজের মতো গড়ে পিটে নিয়েছিলেন। যে-চিন্তা ও অভিজ্ঞতার বিবরণ দেওয়ার জন্যে পথের পাঁচালী ও অপরাজিত লেখা, তার হবহু বাঙালি কথাসাহিত্যিকের ক্ষেত্রেই সত্যি। কিন্তু ক্যুন্‌স্ট্‌লাররোমান -এর ব্যাপারে আরও বেশি সত্যি। বিভূতিভূষণই লিখলেন বাঙলার নিজস্ব ধরনের ক্যুন্‌স্ট্‌লাররোমান, 'ওদের' ক্যুন্‌স্ট্‌লাররেমান-এর সঙ্গে যার মিলের চেয়ে গরমিলই বেশি।

সৃষ্টিসন্ধান